2 9 JUL 2008

দেশে কারিগরি শিক্ষা বিকাশে মডেল হতে পারে যশোরের বিসিএমসি

যশোর থেকে রেখা রহমান

দেশে কারিগরি শিক্ষা বিকাশে মডেল হতে পারে যশোরের কম্পিউটার এন্ড ম্যানেজমেন্ট কলেজ (বিসিএমসি)। টানা ৯ বছর ধরে এই টেকনিক্যাল কলেজটি শুধু যশোর নয়, দেশের বৃহত্তম বেসরকারী টেকনিক্যাল কলেজ হিসেবে স্থান করে নিয়েছে। কর্মসংস্থানের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিশ্বমানের কারিগরি শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে কলেজটি। এখান থেকে পাস করা শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে এবং ন্যাশনাল ও মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানীতে কর্মরত রয়েছেন। বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠান ছাড়াও মোবাইল ফোন, ল্যান্ড ফোন, ব্যাংক, বীমা, নির্মাণ ও হাউজিং কোম্পানীতে যেমন কর্মরত রয়েছেন, তেমনি উচ্চ শিক্ষার্থে অনেকে দেশে ও বিদেশের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়েও অধ্যয়নরত রয়েছেন। জেলা শহরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে বিসিএমসি প্রথম প্রতিষ্ঠান, যাঁর রয়েছে নিজস্ব ওয়েব সাইট। সরেজমিন যশোর শহরের পূর্ব বারান্দীপাড়ায় বিসিএমসি কলেজে গিয়ে জানা গেছে, প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষার মাধ্যমিক ও উচ্চতরের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্য নিয়ে ১৯৯৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ কম্পিউটার এন্ড ম্যানেজমেন্ট কলেজ (বিসিএমসি)। মাত্র ৬ জন ছাত্র নিয়ে যাত্রা শুরু করা এই কলেজের বর্তমান ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৭০০। শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারী রয়েছেন প্রায় ৮০ জন। দেশে ও বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত দক্ষ প্রকৌশলী, পেশাজীবী এবং শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পরিচালিত এই কলেজ সম্পূর্ণরূপে রাজনীতি ও ছাত্র সংসদমুক্ত। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত বিসিএমসি গতানুগতিক ধারার শিক্ষা পদ্ধতি পরিত্যাগ করে এসেছে প্রথম থেকেই। শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় শিক্ষার্থীদের দক্ষ জনসম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রমের বাইরে এই কলেজে রয়েছে শিক্ষা সহায়ক বহু কর্মসূচী। যশোর শহরে ৩টি ক্যাম্পাস ও একটি এনেক্স বিল্ডিং নিয়ে প্রতিষ্ঠিত বিসিএমসিতে ২টি ফ্যাকাল্টি ও ৮টি ডিপার্টমেন্ট রয়েছে। ফ্যাকাল্টি ২টি হচ্ছে- সাইন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এবং বিজনেস এডমিনিস্ট্রেশন এন্ড সোশ্যাল সাইন্স। এগুলোর অধীনে রয়েছে ডিপ্লোমা ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন ল্যাবরেটরী টেকনোলজি, ব্যাচেলর অব বিজনেস এ্যাডমিনিস্ট্রেশন (বিবিএ) ও বিএসসি (অনার্স) ইন কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স। এই সকল পাঠ্যক্রমের জন্য কলেজে রয়েছে প্রয়োজনীয় সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি। শিক্ষা উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা হয় ল্যাপটপ কম্পিউটার ও মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর। আরো রয়েছে ১২ হাজারের বেশি বইয়ের সমন্বয়ে অনলাইন ডিজিটাল লাইব্রেরি। এর বাইরে প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে প্রত্যক্ষ প্রশিক্ষণের জন্য বিভিন্ন শিল্প কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে নেয়া হয়, যার যাতায়াত ব্যয় সম্পূর্ণ কলেজ বহন করে। ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রতিদিন সরবরাহ করা হয় ৮টি সংবাদপত্র। বিনোদনের জন্য রয়েছে টেলিভিশন এবং আউটডোর ও ইনডোর গেমসের পর্যাপ্ত সুবিধা।

কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা। বিসিএমসি মেডিকেল সেন্টারের মেডিকেল অফিসার প্রতিদিন রোগী দেখেন এবং প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা করেন কলেজের মেডিকেল সাইন্স এন্ড টেকনোলজির একজন লেকচারার। শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করার জন্য রয়েছে বছরে শ্রেষ্ঠ ছাত্রকে স্বর্ণপদক, শ্রেষ্ঠ ও সমমান প্রথম এবং পরীক্ষায় ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীকে বিসিএমসি মেধাবৃত্তি দেয়া হয়। ক্লাসে সর্বোচ্চ উপস্থিতির জন্য ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীকে পুরস্কার প্রদান এবং ক্রীড়া, বিনোদন ও শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রমে সাফল্য লাভকারী ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কার ও সার্টিফিকেট দেয়া হয়। ছাত্রীদের ক্ষেত্রে কোর্স ফি ৫০% ছাড়, মেধাবী ও সচ্ছলদের ভর্তি ফি সর্বোচ্চ ১০০% পর্যন্ত ছাড় এবং বিসিএমসি জব সেন্টারের মাধ্যমে বিনামূল্যে চাকরি প্রাপ্তিতে সহায়তা দেয়ার ক্ষেত্রে কলেজটি বিশেষ ভূমিকা রেখেছে বলে কলেজের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান প্রকৌশলী আশরাফুল কবীর দৈনিক ইনকিলাবকে জানান।